শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সৃষ্টিলীলার কথা

স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় পূর্ণশক্তিমান পুরুষ হলেন স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছানুসারে জগতে যাবতীয় লীলা সংঘটিত হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য দুটি লীলা—এক চিন্ময় লীলা আর একটি সৃষ্টিলীলা। এই সমস্ত লীলা তিনি তাঁর স্বরূপ ও শক্তির দ্বারা করে থাকেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সকল ইচ্ছা পূরণ করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তার মধ্যে সৃষ্ট্যাদি কার্যের জন্য ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রধানতঃ আবশ্যকতা রয়েছে। যে শক্তি দ্বারা ইচ্ছা করা যায়, তা ইচ্ছাশক্তি; যে শক্তি দ্বারা বিচারপূর্বক কোন বিষয় নির্ধারণ করা যায়, তা জ্ঞানশক্তি এবং যে শক্তি দ্বারা ক্রিয়া বা কার্য করা যায়, তা ক্রিয়াশক্তি নামে পরিচিত। এ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায় বলেছেন—

অনন্তশক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম ॥
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।২৫২-২৫৫)

এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিই প্রধান। জীবের প্রারব্ধফল ভোগের জন্য এবং ভজনাদি দ্বারা জীবের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করাবার জন্য করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব জ্ঞানশক্তি প্রধান। মনের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত। সৃষ্ট্যাদি কার্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হলে, বাসুদেব জ্ঞানশক্তি দ্বারা উপায়াদি পর্যালোচনা করেন, তারপর অহংকারের অধিষ্ঠাতা সংকর্ষণের ক্রিয়াশক্তিতে বৈকুণ্ঠের প্রকাশ ও ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই তিন শক্তির দ্বারা সৃষ্টিলীলাদি সম্পন্ন হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু সনাতনকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দময় দেহ সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দপর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৫২-১৫৫)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। যাঁর সমান বা উর্দ্ধে কেউ নেই, যিনি অখণ্ডতত্ত্ব, যাঁর দেহ ও দেহী ভেদ নাই, যিনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য, যাঁর দেহে এক একটি অঙ্গ সকল ইন্দ্রিয়ের কাড করতে পারে, যিনি অন্য কোন বস্তু বা শক্তির অপেক্ষা রাখেন না, যিনি পূর্ণকিশোরমূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দময়, সকলের প্রভু ও আশ্রয়, তিনিই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধরূপ

স্বয়ংরূপ

১। স্বয়ংরূপ ঃ—'অনন্যাপেক্ষী যৎরূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে' অর্থাৎ যাঁর ভগবত্তা নিয়ে অন্যের ভগবত্তা, যাঁর সর্বশ্রেষ্ট ঐশ্বর্য ও মাধুর্য অপরের অপেক্ষা রাখে না, তিনিই স্বয়ংরূপ। (লঘু ভাঃ পূঃ—১।১২)ইনি ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, গোপবেশ, গোপ অভিমান ও লীলাপুরুষোত্তম নামে পরিচিত।

২। স্বয়ংপ্রকাশ ঃ—তিনি দ্বিবিধ—

ক) প্রাভব প্রকাশ ঃ—একই বিগ্রহ যুগপৎ বহুস্থানে প্রকটিত হলে তাকে প্রকাশ বলে। একবপুর বহু রূপ। যথা রাসে ও মহিষী বিবাহে।প্রাভবে প্রভুত্ব বিদ্যমান।

খ) বৈভব প্রকাশ ঃ—বৈভবে বিভুত্ব বিদ্যমান।

ক) বলদেব—ভাবাবেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হলেও কৃষ্ণের সহিত সমান।

৪। চতুঃসন (জ্ঞানশক্তি)
৫। নারদ (ভক্তিশক্তি)
৬। পৃথু (পালনশক্তি)
৭। পরশুরাম (দুষ্টদমনশক্তি)
৮। ব্যাসদেব

(চৈঃ চঃ মঃ—২০ অধ্যায়)

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিনটি স্বরূপ—''ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দতে'' (ভাঃ—১।২।৬) অর্থাৎ **ব্রহ্ম,** যা নিরাকার ,নির্বিশেষ, নির্লীল, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বা জ্যোতিমাত্র; **পরমাত্মা,** যিনি জগৎকর্ত্তা, জগৎপ্রবিষ্ট হয়েও শ্রীকৃষ্ণের অংশ। কিন্তু **ভগবান,** যিনি সচ্চিদানন্দ, পূর্ণশক্তিমান ও সর্বদা ঐশ্বর্যপ্রকাশে মহাবিষ্ণুর অংশী বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ, মাধুর্যপ্রকাশের পরাকাষ্ঠা ও স্বয়ং অংশী শ্রীকৃষ্ণ। মাধুর্যই ভগবত্তার সার বলে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বা স্বয়ংরূপ। সেই স্বয়ংরূপ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপ রয়েছে। আবার অনন্তশক্তির মধ্যেও চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি প্রধান। তিনি এই চিৎশক্তির দ্বারা চিৎজগৎ অর্থাৎ বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, অযোধ্যা ও বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধাম প্রকাশ করেন; জীবশক্তির দ্বারা সমগ্র জীবনিচয় এবং মায়াশক্তির দ্বারা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডময় (ভু, ভুবঃ, স্বর্গ, মহঃ, জন ,তপ ও সত্য—এই সাতটি উর্দ্ধলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সাতটি নিম্ন অধলোক) এই ভৌমপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করেন।

এই অদৃষ্ট জগতকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা প্রাকৃত জগত ও অপ্রাকৃত জগত। প্রাকৃত জগত ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা নির্মিত। আবার অপ্রাকৃত জগত বৈকুণ্ঠাদি লোকের পরিখাস্বরূপ কারণ সমুদ্রে ভাসমান। শ্রীকৃষ্ণের চিৎশক্তিতে সন্ধিনী বৃত্তি রয়েছে তার দ্বারা তিনি চিৎধাম, চিৎ উপকরণ, চিৎআকার ও সর্বপ্রকার চিৎবৈভবের প্রকাশ রয়েছে তা তাঁর অচিন্ত্য শক্তিবলে নিত্যধামে বিরাজিত থেকেও এই ভৌমপ্রপঞ্চে সেবোন্মুখ ভক্তগণের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্রে উদিত হন। কিন্তু জড়ীয় চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিগোচর হন না। সেই অপ্রাকৃত জগতের ধাম সকল নিম্নে প্রদর্শিত হলো—

বৃন্দাবন—সর্বোপরি ধাম শ্রীবৃন্দাবন বা গোলোক। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন। এখানে তিনি গোপবেশ, গোপঅভিমান, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ও লীলা পুরুষোত্তম নামে পরিচিত। ব্রহ্মসংহিতা (৫।২) শ্লোকে ব্রহ্মা বলেছেন—''সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্য প্রকটিত। চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষট কমল বিশেষ; তাঁর কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় বাসস্থান।'' এই ধাম ছেড়ে তিনি এক মুহুর্তের জন্যও অন্য কোথাও যান না। এ সম্বন্ধে যামলবচনে শ্রীকৃষ্ণের স্বউক্তি উল্লেখ আছে—

''কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভুতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবন্য পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥
দ্বিভুজঃ সর্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভূজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—২৬৭)

এই শ্রীধাম সম্বন্ধে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলেছেন—

শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—২৮)

''এই ধামে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরামকে নিয়ে মধুর লীলা করে থাকেন। এই বলদেবকে আদি কায়ব্যূহ বলা হয়। তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। এখানে তাঁদের গোপ অভিমান। বলদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে সর্বদা তৎপর। এখানে বলদেবের পরিচয়েই কৃষ্ণের পরিচয়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের অংশী হলেন শ্রীবলদেব। তিনি নিত্যকাল সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ ও আসনাদি দ্বারা দশবিধরূপে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী পরিচর্য্যা করে থাকেন।'' (আচার্যপাদের হরিকথা—বলদেবতত্ত্ব ৭৮ পৃঃ) ব্রজে ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্যা

বৈকুণ্ঠ— ব্রহ্ম ও শিবলোক পার হয়ে মায়া বা কুণ্ঠা যে স্থান হতে বিশেষভাবে গত হয়েছে, তাই বৈকুণ্ঠ। এর অপর নাম পরব্যোম। এখানে কৃষ্ণের স্বরূপপ্রকাশ নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ এবং শ্রী, ভূ ও নীলা শক্তি সেবিত। এখানে নারায়ণের চারপাশে দ্বারকায় যে কৃষ্ণ-বলরামাদি চতুব্যূহের দ্বিতীয় চতুর্বূহ অর্থাৎ বাসুদেব (নারায়ণ, কৃষ্ণের বিলাস), মহাসংকর্ষণ (তটস্থাখ্য জীবশক্তির আশ্রয়), প্রদ্যুম্ন (দাস) ও অনিরুদ্ধ (দাস) বিরাজিত। সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি ও সারূপ্যাদি চার প্রকার মুক্তি এখানে লাভ হয়। সেবারস নিষ্ঠা দ্বারা এই ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। শান্ত, দাস্য ও মধুররস বা আড়াই রস বিদ্যমান। ''ব্রহ্মলোকে যারা নিজ অস্তিত্ব লোপ না করে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাঁরাই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ গমনের অধিকারী। যাঁদের চিত্তে ভগবানের মাহাত্ম্যের বা ঐশ্বর্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে সিদ্ধাবস্থায় তাঁরা চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এই ধামে ভগবান ঐশ্বর্যপ্রধান শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নারায়ণরূপে অবস্থান করেন। যাঁরা ঐশ্বর্যপ্রধান বুদ্ধিতে নারায়ণকে তাঁর দাসরূপে ভজনা করেন, তাঁরাই ঐস্থানে নারায়ণের সেবকরূপে অবস্থান করেন। এইস্থানে ভগবানের পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতারগণ অবস্থান করেন।'' (গৌড়ীয় ১ম খণ্ড ১৯ সংখ্যা) এবং বৈকুণ্ঠে পুরীদ্বয় অপেক্ষা ন্যূন (স্বল্পরূপে) সবৈশ্বর্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি 'পূর্ণ'। এবং বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান প্রেমভক্তি।

শিবলোক—ব্রহ্মলোকের পর উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ একাংশে 'মহাকাশ-ধাম'। তার উপরে মহা আলোকময় সদাশিবলোক। সেখানে ভোগদাতা, মোক্ষদাতা এবং ভগবান ও ভক্তিবর্দ্ধন, মুক্ত সকলেরই পূজ্য এবং বৈষ্ণবগণের বল্লভ, সর্বদা একরূপ হয়েও শ্রীশিব প্রেমভরে নিত্য সহস্রমুখ শেষমূর্ত্তি শ্রীভগবানের অর্চনা করে থাকেন। এই লোকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং বৈভববিলাসমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সদাশিব পার্বতী প্রভৃতি পরিকরগণের সহিত নিত্য অবস্থান করেন। তিনি কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ, ত্রিনয়ন, দিগম্বর ও অতি মনোরম। তিনি হস্তে ত্রিশূল, মস্তকে জটা, গাত্রে ভস্মের অঙ্গরাগ এবং গলদেশে মৃত বৈষ্ণব চূড়ামণিগণের অস্থি ধারণ করেন। ইনি সকামী ব্যক্তিগণের ভোগদাতা, নিষ্কাম ব্যক্তিগণের মোক্ষদাতা এবং ভগবৎভক্তগণের ভক্তিবর্দ্ধনকারী ও বৈষ্ণবগণের পরমপ্রিয়।

ব্রহ্মলোক—বিরজা নদী পার হলে দুরন্ত ঘন অন্ধকার অতিক্রম করে কোটিসূর্যতেজস্বী পরমেশ্বরের তেজপুঞ্জময় এই ব্রহ্মলোক। এই লোকে মুক্তি দুইপ্রকার। প্রথম মুক্তি কারণ সমুদ্রের মধ্যে ঈশ্বর বা পরমাত্মাসাযুজ্য। দ্বিতীয় কারণ সমুদ্রের পরপারে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিপ্রদ বা সিদ্ধলোক। এই মুক্তিপদে অষ্টাঙ্গ যোগীগণ পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। এই পরমাত্মা গুণাতীত হলেও 'ভক্তবাৎসল্যাদি' গুণের আধার, নিরাকার হলেও মনোহর আকৃতি বিশিষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হলেও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধহীন। তিনি কখন কখনও নিরাকার আকৃতি যুক্ত হন। যাঁরা এই স্থানে গমন করেন, তাঁরা আত্মারাম বা পূর্ণকামী হন। এই স্থানের সুখ পরম অনিবর্চনীয়। এই স্থানের আনন্দের তরঙ্গের বেগে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। ইহা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ লোকের চতুর্দিকে এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা নিরাকার ব্রহ্ম, সাকার ভগবানের নির্মল অঙ্গকান্তি।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি

যাঁরা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের সহিত নিজেজের এক করে জ্ঞানমার্গে সাধনা করেন, তাঁরা সিদ্ধিলাভের পর এই নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধি নষ্ট হলে জড়-বিচিত্রহীন ঐ ব্রহ্মলোকে স্থান পায়। ভগবানের হস্তে নিহত অসুরগণ এই লোকে স্থান পায়। আবার নির্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানী বা মায়াবাদীগণ এই স্থানে অবস্থান করেন। এই ধাম চিৎস্বরূপ কিন্তু চিৎশক্তিগত বিচিত্রতা এখানে নাই। সূর্যমণ্ডল যেমন বাইরে নির্বিশেষ বা বিচিত্রতা রহিত জ্যোতির্ময় মাত্র, কিন্তু মণ্ডনের মধ্যে সবিশেষ অর্থাৎ সূর্যের রথাদি বিচিত্রতা দেখা যায়।

সূর্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ।
ভিতরে সূর্যের রথ আদি সবিসেষ ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিৎবিলাস।
নির্বিশেষ জ্যোতিবিম্ব বাহিরে প্রকাশ। (চৈঃ চঃ আঃ—৫।৩৪, ৩৭)

শাস্ত্রে যে পাঁচপ্রকার মুক্তির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি (ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া) লাভ হয়ে থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞানীগণ তা প্রার্থনা করে থাকেন। কিন্তু ভক্তরা তা স্বীকার করেন না।

ইহা সৃষ্টির পূর্বে মায়ার বিকারের প্রথম অবস্থা। মহতত্ত্ব সমগ্র জীব ও জড়ের সূক্ষ্মসমষ্টি। চিত্তরূপে মহতত্ত্বের অবস্থান, যার অধিষ্ঠাতৃ দেব—বাসুদেব (ভাঃ—৩।২৬।২১), সেই মহত্তত্ত্ব হতে কালেতে বিকার প্রাপ্ত হয়ে ত্রিবিধ অহংকারের সৃষ্টি হয়। যথা—১। বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহংকার—তা হতে দেবতাগণ; ২। তৈজস বা রাজসিক অহংকার হতে ইন্দ্রিয়গণ ও ৩। তামস অহংকার হতে পঞ্চমহাভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বা বিষয়ের সৃষ্টি হয়। পঞ্চমহাভুত হতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। জীবের ভোগের বিষয় পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। এই পঞ্চবিষয় পঞ্চমহাভুতকে আশ্রয় করে থাকে। যেমন আকাশে শব্দ; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং মাটিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণই আছে। এই পর্যন্ত জীবের ভোগের বিষয় সৃষ্টি হলো।

নিজ অঙ্গে স্বেদজলে করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজবাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥

(চৈঃ চঃ....)

পঞ্চমহাভুত হতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবার পর প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর এক অংশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু তাঁর সূক্ষ্ম শরীর সকল হিরণগর্ভ বা বাসনাগ্রস্ত জীব নিয়ে প্রবেশ করে তাঁর স্বেদাঙ্গ জলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক পূর্ণ করে সেখানে বৈকুণ্ঠ রচনা করে জলে শয়ন করলেন। পূর্বে মহত্তত্ত্বের মধ্যে সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ (বাসনাগ্রস্ত জীব) ও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান সূক্ষ্মরূপে ছিল। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবার পর প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে ব্যষ্টি হিরণ্যগর্ভ নিয়ে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে প্রবশে করলেন। মহত্তত্ত্ব ও সমষ্টি হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী বিষ্ণু একজন; কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত গর্ভোদশায়ী, তাই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু অনন্ত। এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি হতে এক পদ্মের জন্ম হয়। সেই পদ্মের নালে চৌদ্দ লোকের সৃষ্টি হলো। এই চৌদ্দলোক বা চতুর্দ্দশ ভুবন জীবের ভোগের স্থান। জীবের ভোগের স্থান রচনা হলেও জীব যে দেহ দিয়ে ভোগ করবে সে দেহ এখনো সৃষ্টি হয় নাই। এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল হতে ব্রহ্মার জন্ম এবং চৌদ্দলোকের সর্বোপরি সত্য লোকে ব্রহ্মার আবাসস্থান।

এখন ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ হতে বাসনাগ্রস্থ জীব ও বিরাট বা ব্রহ্মাণ্ড হতে পঞ্চমহাভুতের উপাদান নিয়ে জীবের বাসনা অনুসারে পৃথক পৃথক দেহ সৃষ্টি করলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা ৮৪ লক্ষ রকমের দেহ সৃষ্টি করলেন। দুইরূপে ব্রহ্মার কাজ করেন। যখন হিরণ্যগর্ভ হতে জীবগুলিকে আনেন তখন হিরণ্যব্রহ্মা এবং বিরাট হতে পঞ্চমহাভুতের উপাদান গ্রহণ করেন তখন তাঁর নাম বৈরাজ ব্রহ্মা। তামসিক অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চবিষয় সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিষয় ভোগ করবার জন্য জীবের ইন্দ্রিয়ের দরকার। তাই বৈরাজ ব্রহ্মা রাজসিক অহংকার থেকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় দিলেন। এই ইন্দ্রিয় লাভ হলেও ইন্দ্রিয়ের শক্তি না থাকলে বিষয় ভোগ হয় না, সেইজন্য বৈরাজ ব্রহ্মা সাত্ত্বিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের সৃষ্টি করলেন। এইরূপে জীবের দেহ তৈরী হলো। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। জীবের দেহ লাভের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম শুরু হয়ে গেল।

লঘুভাগবতামৃতে (২।৯) পুরুষাবতার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপানি পুরুষাখ্যন্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভুতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

মহাবিষ্ণুর পুরুষ নামে তিনটি রূপ আছে। তারমধ্যে প্রথম রূপ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি কর্ত্তা (প্রকৃতির অন্তর্যামী); দ্বিতীয় রূপ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী; তৃতীয় রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী। এই তিনরূপে কর্ত্তত্ব জানতে পারলেই সংসার হতে মুক্ত হওয়া যায়। কারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই তিনটি পুরুষের মায়িক বা ঔপাধিক রূপ। ভগবানের নিরুপাধিক রূপটি তুরীয় অর্থাৎ স্থুল, সূক্ষ্ম ও প্রকৃতি উপাধিত্রয় রহিত। এই সঙ্গে মায়ার কোন সঙ্গ নাই। শ্রীধর স্বামীপাদ টীকায় বলেছেন—

ব্রহ্মচর্য পালনরত, তাঁরা জনলোকে বাস করেন। বানপ্রস্থাশ্রমীগণের প্রাপ্তিস্থান তপোলোক এবং যতিগণের প্রাপ্যস্থান সত্যলোক। কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত বা যাঁদের এইজগতের ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হবার দুষ্ট আশা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন।

ভূলোক—আমাদের এই পৃথিবীই ভূলোক। মানুষ, পশু, পক্ষী আদি জীবগণের বাসস্থান। এখানে সাতসমুদ্র (লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল), সপ্তদ্বীপ (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর) এবং নয়টি বর্ষ (ভারত, কিন্নর, হরি, কুরু, হিরন্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল) রয়েছে। লবণসমুদ্র জম্বুদ্বীপকে ও প্লক্ষদ্বীপ লবণসমুদ্রকে বেষ্ঠন করে রয়েছে। প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ হতে শ্রেষ্ঠ, সেজন্য জম্বুদ্বীপকে তথা লবণসমুদ্রকে বেষ্টন করে রয়েছে। সর্বোচ্চ ও ব্যাপক পুষ্করদ্বীপের ঊর্দ্ধসীমায় পৃথিবীর পরিভ্রমণ কক্ষ। এই কক্ষের নাম মানসোত্তর গিরি। ইহাই ভুলোকের শেষসীমা।

ভুবলোক—ভুবলোকে গ্রহ ও উপগ্রহ সকল অবস্থিত। পিতৃপরুষগণের নিবাসস্থান। ভুবলোক ভুলোককে পরিবেষ্ঠন করে আছে।

স্বর্গলোক—স্বলোক বা স্বর্গ তিনটি। ক) বিলস্বর্গ—আমাদের এই পৃথিবীর নাম জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ সপ্ত অধঃলোককে (পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল) বিলস্বর্গ বলে।

খ) ভৌমস্বর্গ—পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপের নয়বর্ষকে একত্রে ভৌমস্বর্গ বলে। এইস্থলে যিনি যেমন কর্ম করেন, সেইরূপ লোকে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। পুণ্যকর্মের মাধ্যমে স্বর্গসুখ এবং পুণ্য শেষ হলে তারা এই সমস্ত বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন।

গ) দিব্যস্বর্গ—ভুবলোকের পর দিব্যলোকে দেবতাগণ বাস করেন। ইহা মহাভোগসুখের স্থান। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে সর্বাপেক্ষা পুণ্যকর্ম করলে এই স্থান পাওয়া যায়। এই দিব্যস্বর্গে অদিতিনন্দন লক্ষ্মীসহ উপেন্দ্র সকলের পূজিত ভগবান। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে ইন্দ্রের দ্বারা অর্চ্চিত হন। এখানে নন্দনকানন, অমৃত, পারিজাত, রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি কামিনীগণ আছেন। শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাপ্রভাবে এবং দেবগুরু বৃহস্পতির অনুপ্রেরণা অনুসারে ইন্দ্র দেবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। কিছুদিন ইন্দ্রত্ব করার পর ইন্দ্রের পতন ঘটে। কোন কোন সময় ইন্দ্র বলপূর্বক মুনিপত্নী গণের সতীত্ব হরণ করে শাপভয়ে ও লজ্জায় আত্মগোপণ করে থাকেন। যারা জাগতিক সুখভোগকে বাড়াতে চান, তারাই পুণ্যকর্মের দ্বারা দিব্যস্বর্গ লাভ করেন।

মহর্লোক—ইহা দিব্যস্বর্গের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। যারা স্বর্গের থেকে বৃহত্তর ও মহত্তর যাগ-যজ্ঞের কর্মের দ্বারা এইলোক প্রাপ্ত হন। এই লোকে মুক্ত পুরুষগণ বাস করেন। যেমন ভুলোকের সাম্রাজ্য সুখ থেকে স্বর্গে ইন্দ্রপদ কোটিগুণ সুখ, তদ্রূপ ইন্দ্র পদ হতে মহলোকে কোটিগুণ সুখ। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ এইলোকে বাস করেন। এখানে যতিগৃহে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। এখানে বৃহৎ যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন হয়ে থাকে, ভগবান সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয়ে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। ভু, ভুব ও স্বর্গে যে সুখ, বৈভব ও ভজন নাই এইলোকে সেটা বর্ত্তমান। স্বর্গলোকের মত এখানে পরস্পর স্পর্দ্ধা, হিংসা, দ্বেষ ও কাম-ক্রোধাদি নেই। স্বর্গের মত দৈনন্দিন প্রলয়ে নষ্ট হয় না। এই লোক সত্যলোকের মত দ্বিপরার্দ্ধকাল বা ১০০ বছর স্থায়ী। এই লোকে অধিবাসীগণ অণিমা, মহিমাদি সিদ্ধি দ্বারা নিষেবিত। এই লোকে যারা গমন করেন, তারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মনুষ্যগণ যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হন। সহস্র চর্তুযুগপ্রমাণ এক ব্রহ্মদিনের মধ্যে ত্রিলোক দগ্ধ হয়। সেই তাপে ত্রিলোকের সন্নিহিত ও উপরিস্থিত মহর্লোক তাপিত হয়। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান করেন।

জনলোক—মহঃলোকের উপরিভাগে জনলোক। পূর্ব কথিত মহঃলোক ও জনলোকের মধ্যে কোন ভেদ নাই। জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হলে যজ্ঞানুষ্ঠান থেমে যায় অর্থাৎ ব্রহ্মরাত্র উপস্থিত হলে ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মা একার্ণবে শয়ন করেন, তখন জনলোকে যজ্ঞ নিবারিত হয়। সেই সময় রাত্রি বলে গণিত হয়। যজ্ঞেশ্বরের অদর্শনে হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, তা ত্রিলোক দাহ তাপ হতে উৎকট ও কষ্টকর। দৈনন্দিন প্রলয়ে যখন ত্রিলোক দগ্ধ হয়, তখন মহঃলোকও উত্তপ্ত হয়, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ সেইসময় জনলোকে গমন করেন। নবযোগেন্দ্র ঋষিগণ এইস্থানে অবস্থান করেন।

তপলোক—তপোলোক জনলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য বলে এইলোক লাভ হয়। এইস্থানে সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার বা চতুর্সন, কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, পিপ্পলায়ন ঋষিগণ বাস করেন। মঙ্গলময় জনলোক ও মহলোকের মতো ত্রিলোক ধ্বংস হলেও এখানে মনের কোন দুঃখ নাই। এখানে জনলোক ও মহলোক অপেক্ষা অধিক সুখ বিদ্যমান। এখানে মুনি-ঋষিগণ সর্বদা সমাধিস্থ থাকেন, তাঁরা আত্মারাম, পূর্ণকাম। অন্য কোন বিষয়ে এদের মনোসংযোগ নেই। ধ্যান ও সমাধি ব্যতীত এইস্থান লাভ হয় না। প্রাজাপত্য সুখ হতে অধিক সুখ এখানে বিরাজ করছেন। অণিমাদি সুখ মূর্ত্তিমতী হয়ে আত্মারামগণের সেবা করছেন। এখানে অর্চ্চামূর্ত্তির অধিষ্ঠান নাই। চিত্তঅধিষ্ঠাতা বাসুদেব এখানে মুনিগণের দ্বারা মানসধ্যানের বিষয় হয়ে রয়েছেন। তপোলোকের অধিষ্ঠাতা নরসখ নারায়ণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের গন্ধমাদন পর্বতে শ্রীবিগ্রহরূপে বাস করছেন।

সত্যলোক—তপোলোকের উপরিভাগে এই লোক অবস্থিত। এই লোক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক। এই লোক ব্রহ্মাণ্ড

নরকের বর্ণন

(গৌড়ীয় ১৪শ খণ্ড ২য় সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

ক্রমিক সংখ্যা	পাপের পরিচয়	তৎপাপলভ্য নরকের নাম	সেই নরক ও তাহার দণ্ডের পরিচয়
	পরধন, পরস্ত্রী, পরপুত্র-অপহরণ	তামিস্র	যমদূতগণ কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক তামিস্র নরকে নিক্ষেপ করে। এইস্থান ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখানে ভোজ্য ও পানীয় অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জ্জনাদি-যাতনায় সর্ব্বদা পীড্যমান থাকিতে হয়।
২.	বৈধস্বামীকে বঞ্চিত করিয়া অপরের কলত্রাদি সম্ভোগ	অন্ধতামিস্র	কোন বৃক্ষকে পাতিত করিবার পূর্ব্বে লোকে যেমন তাহার মূল ছেদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যমদূতগণ পাপীকে নানারূপ যন্ত্রণা প্রদান করে। এখানে প্রাণীর বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়।
৩.	দেহ ও অর্থাদিতে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসা-দ্বারা নিজের ও নিজ কুটুম্বের ভরণ পোষণ—''চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥''—চৈঃ চঃ ম ২২।২৬	রৌরব	পুরুষ যেসকল প্রাণীকে পীড়ন করিয়াছিল, পুরুষের মৃত্যুর পরে সেই সকল হিংসিত প্রাণী রুরু (সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রুরস্বভাব-বিশিষ্ট ভারশৃঙ্গ-নামক প্রাণিবিশেষ) হইয়া তাহাকে প্রপীড়ন করে।
৪.	ঐরূপ নিজদেহ ও কুটুম্বভরণার্থ অধিকতর প্রাণিহিংসা	মহারৌরব	ক্রব্যাদ-নামক রুরুগণ পরমাংসে স্বদেহ-পোষণপর নরকস্থ ব্যক্তিকে মহারৌরব নরকে রৌরব নরক হইতেও অধিকতর পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।
৫.	নিজ প্রাণ-পুষ্টির জন্য পশু ও পক্ষীর হত্যাপূর্ব্বক পাক	কুম্ভীপাক	নরমাংসভোজী রাক্ষসগণের দ্বারাও ঘৃণিত হইয়া ঐ পাপী ব্যক্তি যমদূতগণ দ্বারা কুম্ভীপাকনরকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহারা ঐ পাপীকে এখানে তপ্ততৈলে পাক করিয়া থাকে।
৬.	ব্রহ্মহত্যা	কালসূত্র	ঐ নরকের পরিধি দশসহস্র যোজন এবং এই স্থান তাম্রময় সমভুমিঙ্গ নিম্নদেশ হইতে অগ্নি ও উর্দ্ধদেশ হইতে সূর্য্যের প্রখরতাপে তাম্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকেঙ্গ পাপী ঐ স্থানে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান, কখনও বা ছুটিয়া বেড়াইতে থাকেঙ্গ পশুদেহে যতসংখ্যক রোম আছে, পাপীকে ততসহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।
৭.	পাষণ্ডধর্ম্ম বা বেদবিরুদ্ধ মার্গাবলম্বন	অসিপত্রবন	যমদূতগণ ঐ ব্যক্তিকে অসিপত্রবন নরকে নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকেঙ্গ প্রহার-যন্ত্রণায় ঐ ব্যক্তি নরকের ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকিলে উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তাহার সর্ব্বা। ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। তখন সে 'হায় হায়, প্রাণ যায় প্রাণ যায়' বলিতে বলিতে বিষম যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইতে থাকে।
৮.	অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রদান কিম্বা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীরদণ্ড-বিধান	শূকরমুখ	যমদূতগণ ঐ নরকে পতিত ব্যক্তির অবয়বসকল ইক্ষু- দণ্ডের ন্যায় নিষ্পেষণ করিতে থাকে, তখন সে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে এই সংসারে নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেমন দণ্ডিত হইলে মোহগ্রস্থ হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে।

ক্রমিক সংখ্যা	পাপের পরিচয়	তৎপাপলভ্য নরকের নাম	সেই নরক ও তাহার দণ্ডের পরিচয়
২০.	সাক্ষ্যপ্রদানকালে, ক্রয়-বিক্রয় কালে, দানকালে মিথ্যাভাষণ	অবীচিমৎ	এই নরকে কোন অবলম্বন-স্থান নাই, প্রস্তর- পৃষ্ঠস্থল জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ জলে বীচি অর্থাৎ তর। নাইঙ্গ যমদূতগণ পাপীকে শতযোজন উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে অধঃ-শিরা করিয়া এখানে নিক্ষেপ করেঙ্গ ইহাতে পতিত হইয়া পাপীগণের শরীর তিল তিল করিয়া বিশীর্ণ হইতে থাকেঙ্গ কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয় নাঙ্গ যমদূতগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চপ্রদেশে উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করেঙ্গ
২১	ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীর সুরাপান, ব্রতস্থ হইয়া বা প্রমাদবশতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সোমপান	অয়ঃপান	যমদূতগণ পাপীর বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপ-সংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সেচন করেঙ্গ
২২.	'আমি বড়' এইরূপ অহঙ্কার পূর্ব্বক প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অনাদর বা অবমাননা	ক্ষারকর্দ্দম	যমদূতগণ এই নরকে পাপীকে অধোমুখ করিয়া নিক্ষেপ করে এবং নানা যাতনা প্রদান করিতে থাকেঙ্গ
২৩.	ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতা পূজায় স্ত্রী ও নৃপশু বলি ও ভক্ষণ	রক্ষোগণভোজন	হিংসিত পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া সুতীক্ষ্ণ খড়গের দ্বারা পূর্ব্ব ঘাতকদিগকে বধ করে এবং তাহাদের রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেঙ্গ
২৪.	জীবনরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া গ্রাম বা অরণ্যে আশ্রয়-গ্রহণকারী নিরপরাধ পশুকে নানাবিধ বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া শূল বা সূত্রাদিতে বিদ্ধকরণ ও ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া যাতনা দানঙ্গ	শূলপ্রোত	এই নরকে পাপীর দেহ শূলাদিতে প্রোথিত করিয়া তাহাদিগকে ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত করা হয় এবং চারিদিক্ হইতে কঙ্ক ও বক প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-চঞ্চুপক্ষীসকল আসিয়া আরও পীড়ন করিতে থাকেঙ্গ
২৫.	ক্রোধপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন	দন্দশূক	এই নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ দন্দশূকগণ (সর্পগণ) পাপীকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকেঙ্গ
২৬.	প্রাণিগণকে অন্ধকূপে, গোলা বা তুষানলে বা গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া পীড়ন	অবটনিরোধন	এখানে পাপিব্যক্তি অন্ধকূপাদিতে বিষমিশ্রিত বহ্নি ও ধূমের দ্বারা শ্বাসরোধজনিত যন্ত্রণা ভোগ করেঙ্গ
২৭.	গৃহপতি হইয়া অতিথি-অভ্যাগত দেখিলে তৎপ্রতি কোপ-প্রকাশ ও পাপকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ	পর্য্যাবর্ত্তন	এখানে বজ্রের ন্যায় কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বকাদি পক্ষী পাপীর চক্ষুদ্বয় সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করেঙ্গ
২৮.	ধনমদে মত্ত হইয়া 'আমি শ্রেষ্ঠ'- এধরনের অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি, ধনাপহরণের আশঙ্কায় গুরুজনের প্রতিও সন্দেহ, ধনক্ষয় ভাবনা, পিশাচের ন্যায় অর্থরক্ষা, অর্থোপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি বিষয়ে চিত্ত-সন্নিবেশঙ্গ	সূচীমুখ	এখানে যমদূতগণ ঐ ধনপিশাচ পাপীর সর্ব্বাে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্র বয়ন করেঙ্গ